www.banglaeye.com

ধর্ম নেই, অপেক্ষা র য়েছে

তসলিমা নাসরিন

তেরো-চোদ্দো বছরের কিশোরী বয়সটায় পা দেওয়ার পর থেকেই ‘খুশির ইদ’ আমাকে আর টানেনি। শুধু ইদ কেন, দুর্গাপুজো, বড়দিন... ধর্মীয় কোনও উৎসবই তখন থেকেই আমাকে আর টানে না। জানি, কথাটায় অনেকেই রে-রে করে উঠবেন। এগুলো তো শুধু ধর্মীয় নয়, সামাজিক উৎসব। অবশ্যই! সে কথা অস্বীকারও করি না। কিন্তু উৎসটা তো ধর্মেই। আর উৎসে ধর্ম থাকলে, তা যত বড় সামাজিক বা অসা মাজিক উৎসব হোক না কেন, আমি নিজেকে তা থেকে সরিয়ে রাখতে ভালবাসি।

কিন্তু ওই যে নস্টালজিয়া! অতীতের ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্ন আর স্মৃতি। সেগুলি তো মাঝে মাঝে হঠাৎ হানা দেয়, বুকের গভীরে কোথায় যেন প্রবল ধারাপাতের শব্দ শোনা যায়। গত বারো বছরের প্রবাসে এই জাতীয় ক্যালেন্ডার দেখা সম্ভব হয়নি, এক মাস পরে হয়তো হঠাৎ জেনেছি, অমুক দিন ইদ চলে গেছে। মনটা তখনই একটু বিস্বাদ হয়েছে। ইস, ইদ মানেই তো বাড়িতে আত্মীয়স্বজনেরা সবাই জমা হয়েছিল। চুটিয়ে হইহই করেছে। তার মধ্যে এক বার তো অন্তত এখানে ফোন করতে পারত। আচ্ছা, ওরা কি আমাকে ভুলেই গেছে? আমি কি আর ওদের কেউ নই?

সেই অভিমানাহত পথ ধরেই স্মৃতি আরও পিছনে হেঁটে যায়। ছোট্ট সেই মেয়েবেলার কথা মনে পড়ে। ইদ মানেই অনেক কিছু কেনা। নতুন জামা, জুতো, চুড়ি, নেলপালিশ, লিপস্টিক, স্নো, চুলের ফিতে। লিস্ট নিয়ে দৌড়তাম বাবার চেম্বারে। বাবা গম্ভীর মুখে সেই চাহিদার তালিকা

দেখতেন, তার পর একটার পর একটা কাটা চিহ্ন। নেলপালিশ কাটা। লিপস্টিক কাটা। বাচ্চা মেয়ের ও সব দরকার কী? চুলের ফিতে ঠিক আছে। চুড়িদার, জামা এ সবও ঠিক। কিন্তু জুতো? বাবা গম্ভীর মুখে তাকাতেন, 'গত বছরেই জুতো কিনা দিয়াছিলাম না?'

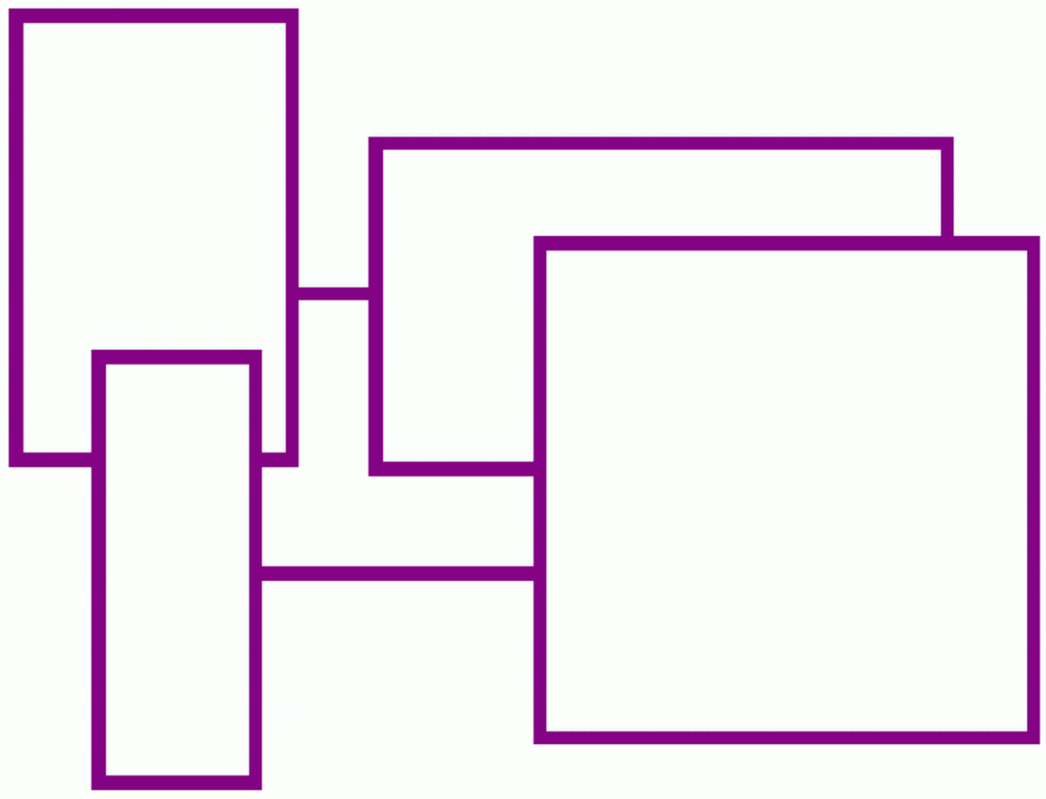

তবু, পায়ে নতুন জুতো উঠত। বাবার সঙ্গে যেতে হত বাটার দোকানে। কিন্তু সেই বালিকার তো এই জুতো পছন্দ নয়। বিভিন্ন রঙিন ফিতেয় সাজানো ফ্যান্সি জুতো! কিন্তু অমন রাশভারী বাবার কাছে সে ইচ্ছে প্রকাশ করে কার সাধ্য? একই ভাবে ইচ্ছামাফিক ফ্যাশনের জামাও কেনা হত না। সেই গৌরহরি বস্ত্রালয় থেকে কাপড় কেনা এবং সটান বাবার পরিচিত দর্জির কাছে চলে যাওয়া!

তবু, সেই আনন্দই বা কে ভোলে? সেই নতুন জামা, চুড়িও লুকিয়ে রাখতাম। ইদের সকালের আগে বন্ধুদের কাউকে দেখাব না। তারপর ইদের সকালে 'কসকো' সাবান দিয়ে স্নান করে, সেমাই খেয়ে প্রতিবেশীদের বাড়িতে হইহই করতে ছুটে যাওয়া। সেখানেও সেমাই।

তেরো-চোদ্দো বছরে এই আনন্দটাই বদলে গেল। তখন আর বাবাকে ইদের নতুন জামা কিনে দিতে বলি না। সকালে ইচ্ছে করেই স্নান করি না। সবাই বাঁকা চোখে তাকাত। কি ব্যাপার, নতুন জামা পরলি না? কিন্তু কি করে ওদের বোঝাব না-মানার আনন্দ? প্রতিবাদের স্পর্ধিত স্বাদ? ধর্ম বিষয়টা থেকেই তো নিজেকে সরিয়ে নিতে শুরু করেছি তখন।

কিন্তু দূরে-থাকা দাদা? সে তো আসবে এই ইদেই। হানা দেবে বন্ধুবান্ধবেরা, আত্মীয়পরিজনেরা। বাড়ি আবার আনন্দে জমজমাট।

ফলে, এই অপেক্ষাটাও বুকের ভিতরেও থাকত।

ওদের তা হলে আমার জন্য কোনও অপেক্ষা নেই? কী বোঝাব মনকে! সেই বিদেশেও চোখের কোলটা জ্বালা করে উঠত। ওরা বুঝতে চাইল না, আমার ধর্ম নেই। কিন্তু অপেক্ষা আছে। ধর্মহীন মনুষ্যত্বের অপেক্ষা!